নাগরিক প্ল্যাটফর্মের মিডিয়া ব্রিফিং

আগামী সরকারের জন্য
নির্বাচিত নীতি সুপারিশ ও প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মসূচি

আগামী সরকারের জন্য
নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ

ঢাকা: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

সূচীপত্র

- নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: নীতি সুপারিশ প্রণয়ন কাঠামো
  - পাঁচ অনুপ্রেরণা
  - পাঁচ তথ্যসূত্র
  - পাঁচ বাস্তবায়ন-শর্ত

- আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশঃ ১২ নীতি বিবৃতি
  - নীতি বিবৃতি ১: কার্যকর ও সুশাসনভিত্তিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা
  - নীতি বিবৃতি ২: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার পরিস্থিতির আলোকে যুবদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
  - নীতি বিবৃতি ৩: কৃষির বৈচিত্র্যমুখী ও উৎপাদনশীল রূপান্তর
  - নীতি বিবৃতি ৪: গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চিতকরণ
  - নীতি বিবৃতি ৫: গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে সেবাগ্রহীতার ব্যয় হ্রাস
  - নীতি বিবৃতি ৬: সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির নিশ্চয়তা
  - নীতি বিবৃতি ৭: পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং দক্ষ ও সহজলভ্য সরকারি পরিষেবা
  - নীতি বিবৃতি ৮: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ
  - নীতি বিবৃতি ৯: জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক অভিঘাত মোকাবিলা
  - নীতি বিবৃতি ১০: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূলীকরণে আইনী সুরক্ষা
  - নীতি বিবৃতি ১১: জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
  - নীতি বিবৃতি ১২: সক্রিয় নাগরিকতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা

- আগামীর করণীয়

❑ নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: নীতি সুপারিশ প্রণয়ন কাঠামো

নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: নীতি সুপারিশ প্রনয়ণ পদ্ধতি

- পাঁচ অনুপ্রেরণা
- পাঁচ তথ্যসূত্র
- পাঁচ বাস্তবায়ন-শর্ত

❑ নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: নীতি সুপারিশ প্রণয়ন কাঠামো

পাঁচ অনুপ্রেরণা

❑ নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: নীতি সুপারিশ প্রণয়ন কাঠামো

পাঁচ তথ্যসূত্র

❑ নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: নীতি সুপারিশ প্রণয়ন কাঠামো

পাঁচ বাস্তবায়ন-শর্ত

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ১: কার্যকর ও সুশাসনভিত্তিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দাঁড়প্রান্তে অপেক্ষমান বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিক পুঞ্জীভূত সমস্যা কাটিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে হবে এবং এ স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে, যে প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আয়, ভোগ ও সম্পদের বন্টনের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে একটি জনকল্যানমুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এখন প্রয়োজন আর্থিক খাতে সুশাসন ভিত্তিক পরিচালন, রাজস্বখাতে প্রযুক্তিনির্ভর প্রবৃদ্ধি, কৃষি খাতের আধুনিকায়ন, শিল্পখাতের বৈচিত্রায়ন, রপ্তানিখাতের প্রতিযোগীতাসক্ষমতা ও বৈচিত্রায়, কর্ম ও স্বকর্ম সৃজন, বন্টনের ন্যায্যতা, পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন এবং শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্তি।

- সংসদীয় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা
- পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সুশাসন
- মানসম্মত তথ্য-উপাত্তের সৃজন
- দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়ন প্রশাসন
- বিনিয়োগ ও কর্মসৃজনকে প্রাধান্য প্রদান
- ‘ফিস্কাল স্পেস’ এর সম্প্রসারণ
- মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রন ও ক্রয়সক্ষমতা সংরক্ষণ
- বৈদেশিক ঋণের সুব্যবস্থাপনা
- সুশাসিত আর্থিক খাত (ব্যাংক, পুঁজিবাজার) ব্যবস্থাপনা
- পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন
- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে টেকসই উত্তরণ

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ২: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার পরিস্থিতির আলোকে যুবদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

বাংলাদেশের যুবসমাজ দেশের শ্রমবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিশাল শক্তি যা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি, একবিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবনী অর্থনীতি এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জনকল্যানমুখী রাষ্ট্র বিনির্মানে নিয়ামক ভূমিকা রাখবে। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে সক্ষম হবে কিনা তা নির্ভর করবে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবশক্তিকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ও সাফল্যের ওপর। এক্ষেত্রে যুবসম্পদের অমিত সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে।

- দেশী ও বিদেশী শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রম বাজারের চাহিদা-নির্ভর প্রশিক্ষণ
- নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা ও ঋণ সুবিধা
- আইসিটি ও উচ্চ-প্রযুক্তি খাতে যুব কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- প্রবাসী শ্রমবাজারে কর্মজীবীদের আইনী সুরক্ষা
- শ্রমশক্তিতে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস ও নারী শ্রমিক বান্ধব সুযোগ সুবিধা
- শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শোভন পরিবেশের নিশ্চয়তা
- নিয়মিত ন্যূনতম মজুরী হার নির্ধারণের নিশ্চয়তা বিধান
- শ্রমবাজার সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য-প্রাপ্তির ব্যবস্থা
- শ্রম অভিবাসনের ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নামানো

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ৩: কৃষির বৈচিত্র্যমুখী ও উৎপাদনশীল রূপান্তর

বাংলাদেশের কৃষি খাত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলেও বর্তমানে নানা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এ খাতের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কৃষির আধুনিকায়ন, বৈচিত্রায়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চয়তা বিধান, এবং শিল্পের সাথে কৃষির অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগ শক্তিশালী করার মাধ্যমে কৃষির অগ্রাভিমূখী রূপান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি গ্রহণ
- প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও কৃষির আধুনিকায়ন
- যথোপযুক্ত অর্থায়ন ও লক্ষ্যনির্দিষ্ট প্রণোদনা
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি ঋণের সহজলভ্যতার নিশ্চয়তা
- ক্ষুদ্র ও পিছিয়ে পড়া কৃষকদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সহায়ক পদক্ষেপ
- নারী কৃষি শ্রমিকদের সুরক্ষা
- কৃষির সাথে শিল্পের সংযোগ স্থাপন
- পরিবেশ-বান্ধব কৃষি ব্যবস্থাপনা
- স্মার্ট কৃষক কার্ড

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ৪: আধুনিক ও গুণমানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি থাকলেও শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রয়েছে। বিশেষত, সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু এবং কোভিড-১৯-এর প্রভাবিত শিশুদের জন্য গুণগত শিক্ষার অভিগম্যতা সীমিত হয়ে পড়ছে। প্রযুক্তি, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষার আওতায় এনে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও গতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে এবং জনমিতিক লভ্যতা অর্জনের পথ সুগম করতে হবে।

- শিক্ষায় জিডিপির ৪-৫% বিনিয়োগ ও সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন
- শিখন ঘাটতি মোকাবিলায় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ
- গুণমানসম্পন্ন পাঠ্যক্রম ও আধুনিক পাঠদানের নিশ্চয়তা বিধান
- যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ বিধান
- শিক্ষায় অভিগম্যতার ঘাটতি থেকে উদ্ভূত অসমতা মোকাবেলা
- শিক্ষায় প্রযুক্তি ও মিশ্র পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগ
- শিক্ষা কার্যক্রমে অভিভাবক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি
- দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষ, প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা পূরণ

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ৫: গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে সেবাগ্রহীতার ব্যয় হ্রাস

বর্তমানে বাংলাদেশে গড় স্বাস্থ্য ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী নির্বাহ করতে হয় জনসাধারণের নিজ পকেট থেকে। দেশে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সাশ্রয়ী চিকিৎসা, দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত ওষুধ, উন্নত অবকাঠামো এবং শক্তিশালী তথ্যব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম। দূরবর্তী অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সেবার সম্প্রসারণ, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্তি, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো, এবং রোগ নির্ণয় সুবিধার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- সরকারি সেবা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা দক্ষতা ও কার্যকারিতার নিশ্চয়তা বিধান
- স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে স্থানীয় পর্যায়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ন্ত্রণে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন
- সাশ্রয়ী ও মানসম্মত ওষুধ প্রাপ্তির ব্যবস্থা
- বরাদ্দকৃত বাজেটের সুষ্ঠু ব্যবহার
- অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ উদ্যোগ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কার্ড
- বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়-সাশ্রয়ী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ৬: সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির নিশ্চয়তা

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হলে এবং জনগণের কল্যাণ বিধানে সবার জন্য সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রাপ্যতা যে কোন বিচারেই অগ্রাধিকার প্রাপ্তির দাবীদার। অথচ জ্বালানি ঘাটতি, গ্যাসনির্ভরতা ও দুর্বল নীতি-ব্যবস্থাপনার কারণে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকির মুখে আছে। দেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, জ্বালানি রূপান্তর এবং সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানীর নিশ্চয়তা বিধান করে বাংলাদেশের টেকসই ও পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক গ্যাসের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান ও বাপেক্সের শক্তি বৃদ্ধি
- কয়লার ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণ
- জ্বালানি দক্ষতা ও চাহিদা-নির্ভর ব্যবস্থাপনা (DSM)
- বিইআরসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বাধীন জ্বালানি কমিশন গঠন
- জ্বালানি খাতে সাইবার নিরাপত্তা জোরদারকরণ
- বিদ্যুৎ সরবরাহের উচ্চ গুণমান ও নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিতকরণ
- সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন
- দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করে সমুদ্রাঞ্চলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ
- জ্বালানি খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) জন্য উপযুক্ত অর্থায়ন

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ৭: পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং দক্ষ ও সহজলভ্য সরকারি পরিষেবা

অপরিকল্পিত ও অসংগঠিত হওয়ার কারণে দ্রুত নগরায়ণ বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক গণপরিষেবা—যেমন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—প্রাপ্যতা এবং এসবের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করছে। সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী এসব কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একটি নিরাপদ বসবাসযোগ্য ও দক্ষ সেবা নিশ্চয়তাকারী নগরায়ণ বাংলাদেশের জনগণের দাবী এবং অধিকার।

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণে সিটি গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
- সাশ্রয়ী নগর পরিবহন ব্যবস্থা
- শহরাঞ্চলে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা
- একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- শহরাঞ্চলে শব্দ, বায়ু, মাটি, ও পানি দূষণ প্রতিরোধ
- দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন
- আধুনিক, টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
- দক্ষ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resource Management)
- নগর পরিষেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ৮: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও সামাজিক সুরক্ষার আওতা সীমিত, যেখানে শহর ও গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ ঝুঁকিতে রয়েছে। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা (USP) বাস্তবায়ন তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য 'কাউকে পেছনে না রাখা যাবে না'-এ লক্ষ্য পূরণে অপরিহার্য ও তার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলাদেশে বিদ্যমান আয়, ভোগ ও সম্পদ বৈষম্য হ্রাস করতে হলে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

- অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ
- জীবন চক্রভিত্তিক সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা
- অংশীজনদের সক্রিয় সহায়তায় সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও টেকসই অর্থায়ন
- শিশু সুরক্ষা ও শিশু বাজেট
- ইউএসপি কার্যক্রমের দক্ষতা নিরূপণে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- ইউএসপি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে প্রযুক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি
- কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচলন

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ৯: জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক অভিঘাত মোকাবিলা

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবকাঠামো, নদীপ্রবাহ ও উপকূলীয় অবস্থান দেশের জলবায়ু ঝুঁকিকে বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রমান্বয়ে আরও সমস্যাসংকুল করে তুলেছে। এসবের প্রতিকারের লক্ষ্যে সমন্বিত ও স্থানীয়ভাবে উপযোগী অভিযোজনের উদ্যোগ নিতে হবে, বিশেষ করে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তব চাহিদার নিরীখে বাস্তবায়িত হবে, এবং জলবায়ু অভিঘাতের প্রেক্ষিতে অর্থনীতি ও জনজীবনের টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

- জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩–৫০)-এ প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন
- হাওর, লবণাক্ত ও খরাপ্রবণ অঞ্চলের মানুষের জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিশ্চয়তা বিধান
- বন-উজাড়, জলাশয় থেকে বালি-পাথর উত্তোলনসহ পরিবেশধ্বংসী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ
- জলাশয় ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রণয়ন
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- স্রেডার আওতায় গৃহীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন
- জলবায়ু প্রভাবিত অভিবাসী, বাস্তুহারা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে নীতিমালা প্রণয়ন
- বৈশ্বিক পরিসরে ক্ষতিপূরণ নিয়ে দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি
- জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ
- প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ন্যূনতম একজন যুগ্ম সচিবকে জলবায়ু পরিবর্তন-কেন্দ্রিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োগ প্রদান

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ১০: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূলীকরণে আইনী সুরক্ষা

বাংলাদেশে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর অধিকার সুরক্ষা এখনও একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা হিসাবে বিরাজমান। সংবিধান ও বিশেষ আইনসমূহ, যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা আইন, যৌতুক নিরোধ আইন এবং মানবপাচার প্রতিরোধ আইনের মাধ্যমে যথাসাধ্য নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তবে এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থেকেই যাচ্ছে।

- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনের সংশোধন
- নারী এবং পুরুষের সমান মজুরী নির্ধারণ আইন ও নীতি প্রণয়ন
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার সব নারীর জন্য ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া সহজলভ্য ও সুলভ করা
- ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নারীদের তাদের পিতামাতার সম্পত্তিতে সমান অংশপ্রাপ্তির সুযোগের নিশ্চয়তা বিধানে সমন্বিত উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন
- ন্যাশনাল লিগাল এইড সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যথাযথ অর্থায়ন
- বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয়কেন্দ্র এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (ওসিসি) সংখ্যা বৃদ্ধি
- নারী অভিবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ১১: জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও অর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তারা প্রান্তিকতা, অবহেলা, বৈষম্য ও বিভিন্ন সেবায় সীমিত অভিগম্যতার শিকার। দেশের নীতি ও আইনে—যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা আছে। এগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রয়োজনমাফিক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ ও আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

- সকল নাগরিকের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ ও আইন প্রণয়নকারী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা
- আদমশুমারিতে নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় সঠিকভাবে শনাক্ত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ
- দলিত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ও আবাসনের অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান
- সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা ‘ভূমি কমিশন’ গঠন
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অন্তর্ভুক্তি
- ‘সংখ্যালঘু অধিকার ও সুরক্ষা কমিশন’ প্রতিষ্ঠা
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) এর ক্ষমতা বৃদ্ধি
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের সুরক্ষা
- বৈষম্যবিরোধী আইন আগামী সংসদে উত্থাপনের আগে অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ
- সাইবার নিরাপত্তা আইন-এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ

❑ আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ: ১২ নীতি বিবৃতি

নীতি বিবৃতি ১২: সক্রিয় নাগরিকতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নাগরিক অধিকার, ভোগ, সমান অংশগ্রহণ এবং সরকারী সেবাপ্রাপ্তিতে অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠনগুলো প্রায়শই সরকারি হস্তক্ষেপ, আইনগত বিধিনিষেধ এবং দমনমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়।

- অধিকারের আইনী সুরক্ষা ও প্রান্তিক জনগণের ক্ষমতায়ন
- নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রতিবন্ধকতামুক্ত কার্যক্রমের নিশ্চয়তা বিধান
- জাতীয় আইনী সহায়তা প্রদান সংস্থার (এনএলএএসও) শক্তিমত্তা বৃদ্ধি
- নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রতিবন্ধকতামুক্ত কার্যক্রমের নিশ্চয়তা বিধান
- নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা
- তথ্য অধিকার (RTI) ব্যবহারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির জন্য নিয়মিত গণশুনানির বাধ্যবাধকতা
- আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ
- বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)-র সক্ষমতা বৃদ্ধি
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- বিরোধী দলের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন
- অধঃস্তন আদালতের ওপর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা
- জবাবদিহিতা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা

আগামীর করণীয়

- নবনির্বাচিত সরকারকে অর্জন ও বাস্তবতার নিরীখে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা করতে হবে, এবং আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২৭-২০৩২) প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে।
- নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক ইশতেহার, রিফর্ম ট্র্যাকারসহ নাগরিক সমাজের বিভিন্ন দাবী, নীতি পরামর্শ ও উদ্যোগকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ধন্যবাদ

www.bdplatform4sdgs.net

BDPlatform4SDGs

bdplatform4sdgs

coordinator@bdplatform4sdgs.net